রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ২

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৩

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৪

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৫

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৬

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৭

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৮

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৯

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ৯

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ১১

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ১২

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক ১৩

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক
শরীফুল হাসান

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক	শরীফুল হাসান
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	নিপা ইসলাম
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৪৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
©	Nipa Islam
Rupkumari O Shawpnokohok	
(A Novel By)	Shariful Hasan
Cover Design	Sajal Chowdhury
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	450.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-0-4
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

ইফতেখার আলম মিনার

আমার সব লেখা তিনি একবার পড়েন না। কমপক্ষে দুইবার পড়েন। এরকম উৎসাহী পাঠক পাওয়া যেকোনো লেখকের জন্যই ভাগ্যের ব্যাপার।

ভূমিকা

আহমেদ করিম।এই ভদ্রলোককে নিয়ে এর আগে কিছু ছোট গল্প লেখা হয়েছিল। সেগুলো ছাপা হয়েছিল কিছু গল্প সংকলনে। পাঠকদের উৎসাহে এবার একটু বড় পরিসরে তিনি এলেন।
আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার উৎসাহ অনেক।এসব নিয়ে লেখা গল্প পড়তে ভালোবাসি।লিখতেও ভালোবাসি। এই লেখাটা রাত জেগে লেখার সময়, মাঝে মাঝে আমি নিজেই কিছুটা ভয় পেয়েছি।ভয় পেয়ে আনন্দও পেয়েছি।
এই ভয় আর আনন্দের অদ্ভুত জগতে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না।

শরীফুল হাসান
সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা
২৮ নভেম্বর ২০১৯

'স্যার আসব?'

আহমেদ করিম চমকে তাকালেন। তিনি সাধারণত দুপুরবেলায় বাসায় থাকেন না। থাকলেও কারও সাথে দেখা করেন না। তার ভিজিটিং আওয়ার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা। মাঝে মাঝে এগারোটাও বেজে যায়। লোকজন কীভাবে কীভাবে যেন তার নাম জেনে গেছে। কীভাবে কীভাবে জেনে গেছে বলাটা অবশ্য ঠিক হচ্ছে না। একসময় তিনি পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। সেইসব বিজ্ঞাপনে ফল আসার কথা না। কম সার্কুলেশনের পত্রিকা, বিজ্ঞাপনের দামও ছিল কম। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনে কাজ হয়েছে। মুখে মুখে আর কতটুকু ছড়ানো যায়। এসব ভাবতে ভাবতে লোকটার দিকে তাকালেন। হ্যাংলা-পাতলা একজন মানুষ। চোখা নাক-মুখ। মাথায় চুল কম। দাঁতগুলো এলোমেলো। এর মধ্যে একটা সোনালি। তার মানে পয়সাওয়ালা মানুষ। পরনের কাপড়চোপড় পুরানো ধরনের। তবে পরিষ্কার ঝকঝকে, অভিজাত। বোঝা যায় এই পোশাক খুব কম পরা হয়। লোকটার হাতে অনেকগুলো আংটি। আংটিগুলো দামি পাথরের। বোঝা যাচ্ছে জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস, আগ্রহ দুটোই আছে।

'আসুন।'

আহমেদ করিমের বাসায় সামনের গেট খোলা থাকে সবসময়। ছোট একটা লন পেরিয়ে যে বাড়িটা, তার নিচতলায় চেম্বার। আজকে দুপুরে তিনি চেম্বারেই ঘুমাচ্ছিলেন। হাতে মোটাতাজা একটা বই। বইয়ের নাম 'দা ম্যান হু মিসটুক হিজ ওয়াইফ ফর এ হ্যাট'। অদ্ভুত নামের বই, দশটা অদ্ভুত কেসস্টাডি নিয়ে লেখা। বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু বইটা পড়তে নিলেই ঘুম এসে যায়। আজও ঘুম এলো ধীর পায়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারল না, এর মধ্যে এই লোক এসে হাজির।

লোকটা একটা চেয়ার টেনে বসল। বেশ বিনয়ী অঙ্গভঙ্গী। চোখে-মুখে বিনয় ঝরে ঝরে পড়ছে। লোকটাকে নিয়ে প্রাথমিক ধারণায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না আহমেদ করিম। এই লোক বেশ জ্বালাবে মনে হচ্ছে।

'বলেন।'

'জনাব, আমার নাম চৌধুরি আজিজুল গণি। নেত্রকোনা অঞ্চলে আমাদের পরিবারকে সবাই একনামে চেনে। আমি বিশেষ একটা বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

'আপনার পরিবারকে একনামে সবাই চেনে কেন? বিশেষত্ব কী?'

'আমাদের দাদার পরদাদা সেই মিশর থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য এই দেশে এসেছিলেন। তিনি ঘাঁটি গেড়েছিলেন গারো পাহাড় অঞ্চলে। শেরপুরের দিকে। পরে নেত্রকোনায় চলে আসেন।'

'নেত্রকোনায় এলেন কেন?'

লোকটা হাসল। হাসিতে সোনালি দাঁতটা ঝকঝক করে উঠল।

'তিনি এক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই মেয়ের প্রেমে পাগল হয়ে নেত্রকোনা এলেন।'

'বাহ! মিশরীয় প্রেমিক পুরুষ দেখা যায়।'

'জি, আমাদের বংশের সবাই প্রেমিক পুরুষ। আমি নিজেও। প্রেম করে বিয়ে করছিলাম,' বলে হাসল চৌধুরি আজিজুল গণি। 'কিন্তু বিয়ের পর প্রেম উধাও হয়ে গেল।'

'উধাও হলো কেন?'

'প্রেমিকের ধর্ম এটাই। তারা প্রেম ছড়াতে চায়। প্রেম এক জায়গায় থাকে না, সে বহমান নদীর মতো।'

'তাই নাকি?' আহমেদ করিম বললেন। বেশ অবাক হয়েছেন লোকটার কথায়। শুরুতে লোকটাকে গ্রামদেশীয় বড়লোক মনে হলেও এখন বোঝা যাচ্ছে কথাবার্তায়ও সেয়ানা জিনিস।

'জি, জনাব। বিয়ের কিছুদিন পর বেউ রেখে আমি লন্ডনে গেলাম ব্যারিস্টারি পড়তে।'

'আপনি ব্যারিস্টার?' অবাক হলেও সেটা কোনোমতে সামলালেন আহমেদ করিম।

‘জি না। ব্যারিস্টারি আর পড়া হলো না। সেখানে গিয়ে প্রেমে পড়লাম। এক হিন্দু মেয়ের। মেয়ের নাম অনুপমা রাও। হরিয়ানার মেয়ে। ইংল্যান্ডেই জন্ম, বড় হওয়াও সেখানে।’

‘পরে কী হলো?’

‘প্রেম বেশিদিন টেকেনি। মেয়ে অনেক তেজি।’

‘তেজি বলে প্রেম টেকেনি?’

‘হুঁ। সে জানত আমি বিবাহিত। বউরে তালাক দিতে বলল। আমি বললাম তুমি মুসলিম হও। আমাদের চারটা পর্যন্ত বিয়ে জায়েজ আছে। এই কথাতেই সে রেগে গেল।’

‘আপনি তাকে সতীনের সংসার করতে বলবেন সে রাগ করবে না?’

‘ভালোবাসলে তো রাগ করার কথা না।’

‘তাও ঠিক,’ আহমেদ করিম লোকটার কুযুক্তিতে একমত প্রকাশ করলেন এবং অবাক হলেন। লোকটা এত সহজ সরলভাবে বলল যে-একমত না হয়ে উপায় ছিল না।

‘যাক, প্রেম-ভালোবাসার কথা বাদ দিই,’ আহমেদ করিম বললেন, ‘কী কাজে এসেছেন সেটা বলেন।’

‘আমি খুব বিপদে পড়েছি। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।’

‘বিপদটা কী?’

‘আমার রাতে ঘুম হয় না। বাজে বাজে স্বপ্ন দেখি। বড়জোর এক ঘণ্টা ঘুমাতে পারি।’

‘কতদিন ধরে হচ্ছে এরকম?’

‘চার বছর হলো।’

‘আচ্ছা। কিরকম স্বপ্ন?’

‘আপনি ভাবছেন স্বপ্ন দেখে ঘুম হয় না এ আর এমনকি। কিন্তু আমার স্বপ্নগুলো ভয়াবহ।’

‘সেটা ভেঙে বলেন।’

‘আমার স্বপ্নের একটা সিরিয়াল আছে। সপ্তাহের সাতদিনে সাতটা স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নগুলোই আবার পরের সপ্তাহে দেখি। এভাবেই চলছে।’

‘সাতটা স্বপ্ন সাতদিন দেখেন, সেটাই আবার ঘুরেফিরে দেখেন।’

‘জি, জনাব।’

‘এত অদ্ভুত ব্যাপার।’

‘অদ্ভুত বলেই তো আপনার কাছে আসা।’

‘আমার খবর কে দিল আপনাকে?’

‘দৈনিক ঈষানকোণ পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। এই যে সেই বিজ্ঞাপনের কাটিং।’

বলে পত্রিকার একটা ছেঁড়া অংশ এগিয়ে দিল আহমেদ করিমের দিকে। বিজ্ঞাপনটা তিনি নিজেই লিখেছিলেন। লিখতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। কাগজটা হাতে নিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়লেন।

‘আর নয় ঝাড়ফুঁক, তুকতাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, বিখ্যাত সাইকোলোজিস্ট, ড. আহমেদ করিম এবার আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবেন। মানসিক/আধিভৌতিক/ভৌতিক সমস্যা নিয়ে চলে আসুন। সমাধান নিশ্চিত। বিফলে মূল্য ফেরত।’

শেষ লাইনটা লিখতে গিয়ে বেশ অনেকবার ভাবতে হয়েছে। গ্যারান্টিসহ কাজ করা মুশকিল, কিন্তু বাঙালিরা গ্যারান্টি পছন্দ করে। বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনের ভাষা ভালো ছিল, কাজ হয়েছে।

‘হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনটা আমারই করা।’

‘এটা দেখেই এলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, তিনি নিশ্চয়ই চালবাজ হবেন না।’

গলা খাঁকারি দিলেন আহমেদ করিম। ‘চালবাজ’ শব্দটা তাকে শুনতে হয়েছে বেশ কয়েকবার এবং যারা বলেছে তাদের তিনি ভুল প্রমাণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেছেন এককালে, বেশিদিন টিকতে পারেননি। টিকতে না পারার কারণ হচ্ছে সিনিয়র একজন শিক্ষকের সাথে গন্ডগোল। রীতিমতো হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তিই ছিল আলাদা। এধরনের ঘটনার পর সেখান থেকে চলে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। এখনকার দিন হলে ভিন্ন কিছু হলেও হতে পারত।

‘এবার বলেন। বিস্তারিত বলেন।’

‘প্রতি শুক্রবারে যা দেখি সেইটা বলি।’

‘বলেন।’

'এই স্বপ্নের কথা বলতে গেলে এই স্বপ্নে যাদের যাদের দেখি তাদের নিয়ে বিস্তারিত বলতে হবে।'

'এরা কারা?'

'বলছি।'

'দাঁড়ান, একটা সিগারেট ধরাই।'

আহমেদ করিম সিগারেট ধরালেন। টেবিলের একপাশে রাখা ছোট একটা টেপ-রেকর্ডার আছে। সেটার রেকর্ড বাটনে চাপ দিলেন। তারপর চোখ বুজে বড় করে টান দিলেন সিগারেটে। চোখ বন্ধ করে চৌধুরি আজিজুল গণির শুক্রবারের স্বপ্নের কথা শুনবেন। তাহলে মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে।

'এবার শুরু করেন।'

চৌধুরি আজিজুল গণি তার শুক্রবারের স্বপ্ন বলা শুরু করল।

শুক্রবারের স্বপ্ন

এই স্বপ্নের শুরুটা খুব সুন্দর। এই স্বপ্নটা শুরু হয় আমার বয়স যখন ছয়। সেই ছয় বছর বয়সে আমি একদিন সকালে দেখলাম আমাদের বাড়ির উঠোনে লাল টুকটুকে শাড়ি পরা একটা মেয়েকে। মেয়েটাকে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম।

'আপনে কে? এইখানে কী করেন?'

মেয়েটা ঘুরে তাকিয়ে হাসল। সুন্দর হাসি। বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে মনে হয়।

'তুমার নাম আজিজ?'

'হ।'

'আমি হইলাম তুমার রাঙা মা। রাঙা মা মানে বুঝছো?'

'না। আমার তো মা আছে।'

'সে থাকুক তার মতো। আমি হইতাছি সৎ-মা। কিন্তু আমার মনডা ভালো। তুমারে অনেক আদর করুম।'

'আমার আদর লাগবো না।'

'আসো, রাঙা মায়ের কাছে আসো।'

আমি দৌড়ে রাঙা মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক দূরে চলে গেলাম। সেখানে একটা নদী আছে। নদীর নাম রূপকুমারী। সেই নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলাম রাঙা মা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক কাণ্ড। একটু আগেই না তাকে বাড়ির উঠোনে দেখে এলাম! তাকে দেখে আমি আবার দৌড়ালাম। দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম। এসে দেখি এখানেও রাঙা মা। উঠোনে বসে আছে।

আমি রাঙা মা'র কাছে গেলাম। গিয়ে বললাম, 'এই মহিলা, আপনে এই বাড়ি থেইক্যা যান।'

রাঙা মা উত্তর দিলো না। দাঁত বের করে হাসল। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, সেই দাঁত মানুষের দাঁতের মতো না। লম্বা লম্বা দাঁত। শেয়ালের মতো। দাঁতে আবার রক্ত লেগে আছে। আমি সেখানে ফিট হয়ে গেলাম।

এই স্বপ্ন এখানেই শেষ। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। এই স্বপ্ন প্রতি শুক্রবার রাতে দেখি। তারপর আর ঘুম আসে না।

*   *   *

টেপ-রেকর্ডারের বাটনে চাপ দিয়ে রেকর্ড করা থামালেন আহমেদ করিম। গণি সাহেবের দিকে তাকালেন। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে চোখের সামনে এখনও সেই রাঙা মা'কে দেখছে।

'আপনার স্বপ্ন এইটুকুই?'

'জি, শুক্রবারের স্বপ্ন এইটুকুই।'

'আপনার বাবার দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রেক্ষাপট কী? এত অল্প বয়সি একজনকে তিনি বিয়ে করলেন কেন?'

'আমার মা অসুস্থ থাকত সারা বছর। তার কাজে যাতে সুবিধা হয় এজন্য বিয়ে করছিলেন।'

'বাহ! বেশ ভালো যুক্তি।'

'জি। আমার বাবা বেশ যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন।'

'আপনার রাঙা মা'র কী হলো? তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?'

'না। তিনি বেশিদিন বাঁচেননি।'

'বেশিদিন বাঁচেননি বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

'বিয়ের দুই মাসের মাথায় তার মৃত্যু হয়।'

'তাই? কীভাবে?'

'পুকুরে ডুবে মরছিলেন। সাঁতার জানতেন না তো।'

'সাঁতার না জানা মানুষ পুকুরে নেমেছিলেন কেন?'

'পুকুরে তখন ছিল কোমর সমান পানি। ডুবার কথা না। কিন্তু কেমনে কী হলো জানি না।'

'আপনি তখন কই ছিলেন?'

'আমি তখন স্কুলে ছিলাম।'

'আচ্ছা, বাড়ি এসে দেখেন আপনার রাঙা মা মরে গেছেন?'

'জি।'

'আপনার রাঙা মা'র নাম রাঙা মা ছিল কেন? স্বপ্নে তার সেটা বলার কথা ছিল।'

'লাল টুকটুকে ফরসা ছিলেন তো। তার কপালে একটা কাটা দাগ ছিল। নাইলে তার চেহারা ছিল হুবহু নায়িকা রেখার মতো।'

'নায়িকা রেখা? হিন্দি সিনেমার?'

'জি।'

'আচ্ছা, স্কুল থেকে ফিরে দেখলেন তিনি মারা গেছেন। আপনি তখন কী করলেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি আমার খুব আনন্দ লাগছিল।'

'একজন মানুষ মরে গেল, তাতে আপনার আনন্দ লাগছিল কেন?'

'জানি না।'

'অবশ্যই জানেন। আপনি বলতে চাচ্ছেন না।'

'হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে। এবার শনিবারের গল্প করুন।'

'গল্প না, স্বপ্ন।'

'হ্যাঁ। স্বপ্নের কথা বলুন।'

আহমেদ করিম টেপ-রেকর্ডারের বাটন চাপলেন। চৌধুরি আজিজুল গণি বলা শুরু করলেন। তিনি চোখ বুজলেন।

শনিবারের স্বপ্ন

এই স্বপ্নে আমার বয়স দশের মতো। এখানে খুব মজার একটা ব্যাপার হয়। যেমন আমাদের বাড়িটা ছিল দোতলা। কাঠের বাড়ি। বাড়ির পেছনে একটা বড় পুকুর। সেই পুকুরেই কিন্তু আমার মা ডুবে মারা গিয়েছিলেন। তো স্বপ্নে আমি দোতলা বাড়ির ছাদে উঠে লাফ দিই। টের পাই আমার শরীর তুলার মতো পাতলা। তুলার মতো ভাসতে ভাসতে পুকুরে গিয়ে